



তথ্যবিবরণী

নম্বর: ০৮৯

যুব শক্তিই উন্নয়নের উৎস, তারাই জাতির প্রাণ প্রবাহ

-বিভাগীয় কমিশনার

রাজশাহী ; ১৬ কার্তিক (০১ নভেম্বর) :

রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ও সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর বলেছেন, যুব শক্তিই উন্নয়নের উৎস, তারাই জাতির প্রাণ প্রবাহ। তাদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

"দক্ষ যুব গড়বে দেশ, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ (১ নভেম্বর) জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে পবা উপজেলা পরিষদে মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। রাজশাহী জেলা প্রশাসন, পবা উপজেলা প্রশাসন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যৌথভাবে এ আলোচনা সভা আয়োজন করে। আলোচনা সভার আগে বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী বায়া ব্রিজ চত্বর এলাকায় উপস্থিত থেকে গাঙপাড়া খাল পরিষ্কার কার্যক্রমের উদ্বোধন এবং বেলুন-ফেস্টুন উড়িয়ে জাতীয় যুব দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে র্যালিতে নেতৃত্ব দেন।

আলোচনা সভায় বিভাগীয় কমিশনার বলেন, উন্নত ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে যুব দিবস উপলক্ষ্যে যুবদের অনুপ্রাণিত করতে তাদের সহযোগিতায় গাঙপাড়া খাল পরিষ্কার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মহানগরীর বিভিন্ন খালে পয়নিষ্কাশনের জন্য অবৈধ স্যুরেজ সংযোগ যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে তদারকি কার্যক্রম চলমান থাকবে। প্রয়োজনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গাঙপাড়া খালসহ নগরীর বিভিন্ন খালের খনন, সংস্কারসহ আধুনিকায়নে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজেক্ট ডিজাইন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, রাজশাহী বরেন্দ্র অঞ্চল হওয়ায় এই এলাকা অনেক খরা প্রবণ। এই অঞ্চলের খাল-বিলের পানি কৃষি কাজসহ জীব-বৈচিত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাছাড়া রাজশাহী পরিচ্ছন্ন নগর হিসেবে দেশে খ্যাত। এই নগরীকে ডেঙ্গু ও দূষণমুক্ত রাখতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আজ বায়া ব্রিজ এলাকার গাঙপাড়া খালে সাড়ে ১১ কিলোমিটার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দুয়ারী খাল ও জিয়া খালের অবৈধ দখলমুক্ত ও দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা করা হবে। এর ফলে সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৮০ ভাগ খাল দখলমুক্ত ও দূষণমুক্ত করা সম্ভব হবে। এই খালগুলো নতুন করে যেন ময়লা ফেলা না হয়, এ জন্য সকল জনগণকে সচেতন হতে হবে।

হুমায়ুন কবীর বলেন, জলাবদ্ধতার কারণে প্রবাহিত খালগুলো অপরিচ্ছন্ন থাকায় পানি বারনই নদীতে নামতে পারে না। এর ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সীমিত পরিসরে জলাবদ্ধতা নিরসনের অংশ হিসেবে আজ গাঙপাড়া খালের মুখে ময়লাআবর্জনা অপসারণের অভিযান শুরু করা হয়েছে। এখন সবার সহায়তায় ধান-নদী-খাল এই তিনে রাজশাহীর পুরনো সেই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে চাই।

এসময় ডেপুটি প্রাদুর্ভাব নির্মূলের লক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতার সুফল সম্পর্কে এলাকাবাসীকে সচেতন করতে নিজ নিজ জায়গা থেকে কাজ করার আহ্বান জানানো বিভাগীয় কমিশনার।

পবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: সোহরাব হোসেন এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার তরফদার মো. আক্তার জামীল, ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক সরকার অসীম কুমার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহা. যোবায়ের হোসেন। পবা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এমএমএন জহুরুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক এ.টি.এম গোলাম মাহবুব।

অনুষ্ঠান শেষে বিভাগীয় কমিশনার যুবদের হাতে যুব ঋণের চেক, ক্রেস্ট, সনদপত্র ও গাছের চারা তুলে দেন এবং উপজেলা পরিষদ চত্বরে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।

.....
তৌহিদ/আরিফ/রুহুল/১৩:৩০ঘ.